১৫-০২-১৭ প্রাতঃ-মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে পড়াশুনার দ্বারা রাজত্ব নিতে হবে, এই পড়া তোমাদেরকে ডবল মুকুটধারী বানিয়ে দেবে, তোমরা নিজেদের জন্য রাজত্ব স্থাপন করছ।"

প্রশ্নঃ- কোন্ কর্তব্য একমাত্র বাবারই, যেটা করার জন্য মানুষ অনেক চেষ্টা করে কিন্তু করতে পারেনা ?

উত্তরঃ- অশান্ত দুনিয়াকে শান্তিপূর্ণ বানানো - এই কাজ কেবল এক বাবার। মানুষ চেষ্টা করে যাতে সবাই মিলে এক হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্বে শান্তি স্থাপন হয়। একজন আরেকজনকে শান্তি পুরস্কারও দেয়। কিন্তু ওরা জানেই না যে যখন দুনিয়াতে রাম রাজ্য ছিল তখনই শান্তি ছিল। এখন এটা রাবণ রাজ্য, এখানে শান্তি হতেই পারে না।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের হৃদয়ে এটা এসেছে যে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য পারলৌকিক বাবা এসেছেন। কোথায় নিয়ে যাবেন? শান্তিধামে। তারপর কি হবে? যারা ভালোভাবে পড়েছে তারা সুখধামে আসবে। ভায়া মুক্তিধাম হয়ে ওখানে আসতে হবে। আত্মা বুঝতে পারে যে বেহদের বাবা সুখ দেওয়ার জন্য এসেছেন। সারাদিন এটা স্মরণে থাকা সম্ভব। যাদের নিশ্চয় নেই তারা এখানে আসতে পারবে না। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। বাবাও এটা বোঝেন যে আমি বাচ্চাদের সম্মুখে এসেছি। বরাবর আগের কল্পেও পতিত ভ্রষ্টাচারী দুনিয়াতে এসেছিলাম। এখানে সবাই ভ্রষ্টাচারী, ওখানে সবাই শ্রেষ্ঠাচারী হবে, যেমন রাজা রানী তেমন প্রজা। এটা হল ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় এবং আসুরী সম্প্রদায়ের খেলা। গীত :- কে এই খেলা রচনা করেছেন... যখন কোনো গীত বাজে তখন হৃদয়ে এটা আসা উচিত যে বাবা আমাদের অনেক উঁচু বানিয়েছেন। উচ্চতম হইতে উচ্চ বাবা নিশ্চয় উঁচুই বানাবেন। এইরকম বাবার অনেক মহিমা আছে। কেউ কিছু করলে তার মহিমা করা হয়। ইনি অমুক বিষয়ে খুব দক্ষ। অমুক মানুষ খুব হুশিয়ার। সবার মধ্যেই গুণ থাকে। পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা সবথেকে বেশি। প্রত্যেক মানুষেরই নিজের নিজের পার্ট মিলেছে। এই নাটকে বড় বড় মুখ্য পার্টধারী কারা? দুই ভাইকে দেখায় - যুধিষ্ঠির আর ধৃতরাষ্ট্র, তারপর ঐ দিকে দেখায় বড় বড় ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদি। ভীষ্ম পিতামহ অর্থাৎ বাল ব্রহ্মচারী। দ্রোনাচার্য, অশ্বত্থামা এইসব বিদ্বান ও পন্ডিতগণের নাম। এখন বিদ্বানরা মোটেই যুদ্ধের ময়দানে লড়াই করবেনা। এটা আইন নয়। মিথ্যা কায়া, মিথ্যা মায়া... রাবণ মিথ্যা এবং রাম সত্য কথা বলে। পরমপিতা পরমাত্মাকেই সত্য বলা হয়। ভগবান হলেন সত্য। ভগবান একজনই। এছাড়া যারা রচয়িতা এবং রচনা সম্বন্ধে বোঝায় তারা সবাই মিথ্যা। এই সকল হলো জ্ঞানের কথা। জ্ঞানে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা সেটা বাবা এসে বোঝান। ভারতের গীতা জ্ঞান তো প্রায় লোপ হয়ে গেছে। আটাতে নুনের মতো কিছু চিহ্ন আছে। বাবা বলছেন আমি এসে বাচ্চাদেরকে সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রের সার বোঝাই। গীতা হলো মুখ্য। এতেই ভগবানুবাচ আছে। বাবা বলছেন যে তোমরা ভগবানের নাম কৃষ্ণ লিখে দিয়েছো। কিন্তু বাবা এসে বোঝাচ্ছেন যাকে তোমরা ভগবান বলছো তিনি হলেন সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। উনি সবার প্রথমে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুক্তিধাম থেকে এসেছিলেন - সত্যযুগের রাজকুমার হওয়ার জন্য। আচ্ছা - শ্রীকৃষ্ণের এতো মহিমা আছে, ওঁনার বাবাও তো থাকবে, তাই না। যেরকম বাবা, সেরকম সন্তান। কৃষ্ণের বাবার মহিমা কোথায় গেল। উনি কার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছেন! শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের আদির। সয়ম্বরের পর লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছেন।

কত সম্পত্তিবান ছিলেন। এতো সম্পত্তি উনাদের কাছে কিভাবে এলো? এই সময়ে তো কিছুই নেই। কি হলো? এতো পদার্থ কোথা থেকে এবং কিভাবে মিলল? কে দিয়েছে? তোমরা, বাচ্চারা জানো যে বেহদের বাবা পড়িয়েছিলেন। এই পড়ার দ্বারা তোমরা বরাবর সত্যযুগের রাজা হয়ে যাবে। ওরা যারা অল্প সময়ের জন্য বিকারী রাজা হয় সেটা কোনো জ্ঞানের দ্বারা হয়না। যে অনেক দান-পূণ্য করে সে কোনো ধনী বাড়িতে গিয়ে জন্ম নেয়। এখানে তোমরা পড়ার দ্বারা রাজা মহারাজা হচ্ছো, তাও আবার ডবল মুকুটধারী। তাই বলে থাকে সবকিছু করে নিজেকে নিজে লুকিয়ে রেখেছ। তোমরা যারা বাচ্চা, তারা জানো যে বাবা রাজ্য দিয়েছিলেন, অনেক সুখী ছিলাম। দেবতাদের পূজা কত ভালো করে করা হয়, পূজা দেখতে হলে শ্রীনাথ দ্বারে যাও। দেবতাদের জড় চিত্রর ওপর এতো কিছু চাপায়, তাহলে তারা নিজেরা যখন মালিক হবে তখন কতই না খাদ্য-পানীয় থাকবে। নতুন দুনিয়া না। নতুন জমি ভালো ফসল দেয়। পুরাতন হয়ে গেলে ক্ষমতা কমে যায়। তোমরা, বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছো। বাবা বোঝাচ্ছেন এইরকম ছিল, তাই না। তারপর কি হলো! তোমাদের ওপর ৫ বিকার রূপী মায়া এসে চড়ল আর তোমরা কাঁটা হয়ে গেলে। বাবুল গাছ হয় না? ওতে অনেক কাঁটা থাকে। তাকে বলা হয় কাঁটার জঙ্গল। এই সময়ে প্রত্যেক মানুষই কাঁটা। কাম কাঠারী চালাতে থাকে। মায়া চড়ে যাওয়ার ফলে রাবণ রাজ্য হয়ে গেছে। তোমরা গুপ্ত বেশে আছো। কেউই জানেনা। তোমরা বাচ্চারা এখন আগের কল্পের মতো শ্রীমৎ অনুসারে চলছো। শুধু আগের কল্পের মতই নয়, কল্প-কল্পের মতো। তোমরা বসে বাবার কাছ থেকে রাজযোগের শিক্ষা শিখছো। তোমরা হলে অহিংসক। তোমরা অজ্ঞাত। তোমরা নিজেকে জানো, কিন্তু দুনিয়া তো জানেনা যে এই শক্তি সেনারা গুপ্ত ভাবে যোগবলের দ্বারা বিশ্বের ওপর নিজের দৈবী রাজত্ব স্থাপন করছে। তোমরা প্রত্যেকে নিজের বাদশাহী নেওয়ার পুরুষার্থ করছো। ঐ সিপাহীরা লড়াই করে নিজের বাদশাহের জন্য। কিন্তু তোমরা সবকিছু নিজের জন্য করছ। ভারতকেই স্বর্ণযুগী বানাও। যে যে বানায় তারাই আবার এসে রাজ্য করবে। অর্থাৎ তোমরা গুপ্ত ভাবে ভারতের সেবা করছো। যে করবে সেই ফল পাবে। যে পরিশ্রম করে রাজা রাণী বা প্রজা হবে সেই আসবে। ভারতেই এসে রাজ্য করবে। এটা হলো তোমাদের শিবশক্তি পাণ্ডব সেনাদল। পাণ্ডব শব্দ পান্ডা থেকে এসেছে। বাবা এসে বুঝিয়েছেন আমি হলাম মুখ্য রুহানি পান্ডা। পাণ্ডবদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ই আছে। প্রবৃত্তি মার্গ তো, তাই না। এছাড়া লড়াইয়ের তো কথাই নেই। শাস্ত্রতে তো কত কিছু বসে বসে লিখেছে। কত নাম দেখিয়েছে। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - এইসব নাটকে পূর্ব নির্দিষ্ট। বলে যে ভক্তির দ্বারা ভগবান প্রাপ্তি হবে। ভক্তির ফল দেওয়া অর্থাৎ সদগতি করা। তারপর সত্যযুগে ভক্তি ইত্যাদি হয়না। সন্ন্যাস ধর্ম তো অনেক কম সময় হলো হয়েছে। এরা স্বর্গে আসতে পারবেনা। এখন তোমরা জানো যে স্বর্গতে কাদের রাজ্য ছিল। কোন ধর্ম ছিল? বাবা এসে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করেছেন তাই অন্যান্য ধর্মের বিনাশ হয়ে যায়। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়। ওরা আসুরী সম্প্রদায়। এই দুনিয়াটাই পতিত। এখন তোমরা সবাই বলবে আমরা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর কে? তিনি নিরাকার শিব, ব্রহ্মা নন। লোকে মনে করে ব্রহ্মাই ঈশ্বর। কিন্তু ব্রহ্মকে পরমপিতা পরমাত্মা মোটেও বলা যাবেনা। নিজেকে ঈশ্বর বলে বলতে থাকে, নাম রেখে দেয় ব্রহ্মজ্ঞানী। এর কোনো অর্থই নেই। ব্রহ্ম হলো মহাতত্ব যেখানে আমরা আত্মারা নিবাস করি। শালিগ্রামও বলে। যখন রুদ্রযজ্ঞ রচনা করে তখন পরমপিতা পরমাত্মার বড় শিবলিঙ্গ আর ছোট ছোট শালিগ্রাম বানায়। কিন্তু এইরকম নয়। পরমাত্মা বড় আর আত্মারা ছোট। না, উনাকে বলা হয় পরমপিতা পরম আত্মা, সুপ্রীম সোল, পরমধামে নিবাসকারী আত্মা। আত্মা অঙ্গের দ্বারা স্মরণ করে। এখন এই সমস্ত কথা তোমরা জানো। রচয়িতা এবং রচনার আদি মধ্য অন্ত এবং মুখ্য পার্টধারী কে? কিভাবে অভিনয় করে? কেমন শরীরে জন্ম

নেয়? তাহলে এটা তো হিসাব হলো, তাই না। কিন্তু এতেও যাওয়ার দরকার নেই। বাবা বলছেন বাচ্চারা, এটা তোমাদের ধর্মাক্ত জন্ম। ৮৪ জন্ম তো ঠিক আছে। এইটা হলো ধর্মাক্ত কল্যানকারী জন্ম। এখন আমাদের কল্যাণ হবে, তাই এটাকে কল্যানকারী জন্ম আর কল্যানকারী যুগ বলা হয়। এই সঙ্গমকে কেউই জানেনা। সঙ্গমকে যুগে যুগ বলেছে তাই চারটে সঙ্গম রেখে দিয়েছে। বাবা বলছেন যে না, এটা তো অবরোহী কলা। সত্যযুগ থেকে ত্রেতা হলে ২ কলা কম হয়ে যাবে। তারপর দ্বাপর থেকে আরো কম হয়ে যাবে। পতিত হতে থাকে। এটা হলো বিভিন্ন ধর্মের ঝাড়, কত ভাষা আছে। কত অশান্তি। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো স্বর্গতে অশান্তি হতেই পারেনা। এখানে অনেকে শান্তি পুরস্কার পায়। শান্তিতো নেই। চেষ্টা করে যাতে সবাই মিলে এক হয়ে যায়। পোপও বলে যাতে একতা হয়ে যায়। সবাই ভাই ভাই কিন্তু নিজেদের মধ্যে বনিবনা কেন হয়না? তারা তো নাটককে জানেনা। যখন দুনিয়াতে রাম রাজ্য ছিল তখন শান্তি ছিল। এখন তো রাবণ রাজ্য আছে। অনেক ধর্ম আছে। এখন এই অশান্তিকে পুনরায় শান্তিপূর্ণ বানানো এক বাবারই কাজ হবে, তাই না! এটা তো দুনিয়ার প্রশ্ন। বিশ্বপিতার চিন্তা তো থাকবে। বাবা বলছেন আমি এসেই দুনিয়াতে শান্তি নিয়ে আসি। ভারতেই তো শান্তি ছিল, তাই না। অশান্ত আত্মাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। বিশ্বের শান্তির জন্য বিশ্বপিতাকে আসতে হয়। তাঁরই ভূমিকা আছে। তাই বলে থাকে সব কিছু করে... সবাইকে সুখ শান্তি দিয়ে আবার লুকিয়ে যায়। এমন লুকিয়ে যায় যে সত্যযুগ ত্রেতাতেও কেউ জানবেনা, দ্বাপর কলিযুগেও কেউ জানেনা। যতক্ষণ না নিজে এসে নিজের পরিচয় দিচ্ছে। দেবতারাও জানত না। নিজের আত্মাকে জানে। কিন্তু রচয়িতাকে জানতে পারে না। বাবা বলছেন – এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়ে যায়। এইযে এতো মন্দির শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী হয়েছে সব বিনাশ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গের একটা জিনিসও থাকেনা। এখন বাবা বলছেন কেবল আমাকে, এক বাবাকে স্মরণ করো আর সবকিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও। সন্ন্যাসীরা তো এইভাবে বলতে পারবেনা। ওদের হল নিবৃত্তি মার্গ। তোমাদেরকেই পবিত্র থেকে পতিত, তারপর পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। সন্ন্যাসীদেরও নাটক অনুসারে পার্ট আছে। তা না হলে ভারত আরওই দুঃখী হয়ে যেত। আসল কথা হলো পবিত্রতার। পবিত্রতার শক্তিতেই তোমরা পতিত সৃষ্টিকে বাবার শ্রীমতের দ্বারা পবিত্র বানাচ্ছ। আমরা আত্মারা বাবার সাথে যাবো। পবিত্র হতে হতে আমরা পৌঁছে যাবো। এই যাত্রা খুব আশ্চর্যজনক। হে রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে যেওনা। সত্যযুগকে দিন বলা হয়। প্রথমে তোমরা মিষ্টি ঘরে গিয়ে তারপর দিনে আসবে। তোমরা হলে রুহানি যাত্রার ব্রাহ্মণ। কত বোঝার বিষয়। যত বাবাকে স্মরণ করবে পদও তত উঁচু পাবে। এতে উপার্জন অনেক। না করলে ভস্মীভূত হয়ে যাবে। কিছু তো পরিশ্রম করতে হবে, তাই না। লৌকিক বাবাকে তো উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে স্মরণ করো, তাই না। পারলৌকিক বাবাকে কেন ভুলে যাও, লজ্জা আসে না! লৌকিক বাবাকে কি কখনো ভুলে যাও? যে পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার মেলে, সেই বাবাকে ভুলে গেলে উত্তরাধিকারও ভুলে যাবে। তারপর কি পদ পাবে। যুক্তির দ্বারা বোঝাতে থাকেন। ব্যস্ বাবা এলেন কি এলেন। আমাদের এখন শরীরও চাইনা। কত মিষ্টি জ্ঞান। যিনি জ্ঞান দিচ্ছেন তিনিও খুব মিষ্টি। অর্দ্ধেক কল্প দুঃখতে স্মরণ করে এসেছো। বাবা আমাদের সকল দুঃখ থেকে মুক্তি দাও। এখন তোমাদের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি দিচ্ছেন। যদি আমার মত অনুসারে চল তাহলে। আমি তো তোমাদের বাবা, তাই না। তাহলে কেন বল যে বাবা আমরা ভুলে যাই। তোমরা তো বাচ্চা। শান্তিধাম, সুখধামে যাবে। আমাকে, বাবাকে স্মরণ করতে পার না? আমি তোমাদের ডবল মুকুটধারী বানাবো। বাচ্চারা বলে হ্যাঁ বাবা স্মরণ করব, তারপর বলে ভুলে গেছি। আশ্চর্যজনক, তাই না – স্বর্গের এতো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, আর তোমরা ভুলে যাও?

আচ্ছা -- মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) বাবার শ্রীমৎ এবং পবিত্রতার শক্তির দ্বারা এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে হবে। নিজের জন্য নিজস্ব রাজ্য স্থাপন করতে হবে।

২) পারলৌকিক বাবা, যিনি মধুর থেকেও মধুর, যাঁর থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। যোগবলের দ্বারা নিজের রাজত্ব নিতে হবে।

বরদান:- নিজের অক্যুপেশনের স্মৃতির দ্বারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল এবং বল প্রাপ্ত করতে সমর্থ বিশ্ব কল্যানকারী হও।

যেকোনো কাজ করতে করতে নিজের অক্যুপেশনকে কখনো ভুলনা। যেরকম পাণ্ডবরা গুপ্ত বেশে চাকরি করেছিল কিন্তু বিজয়ের নেশা ছিল। এইরকম তুমি হয়তো সরকারি চাকুরীজীবি, চাকরি কর, কিন্তু যেন নেশা থাকে আমি বিশ্ব কল্যানকারী। তাহলে এই স্মৃতির দ্বারা স্বাভাবিক ভাবে সমর্থ থাকবে এবং সর্বদা সেবা ভাব থাকার জন্য সেবার ফল এবং বল মিলতে থাকবে। গায়ন আছে ভাবনার ফল প্রাপ্ত হয়। তাহলে তোমার সেবা-ভাবনা অনেক আত্মাকে শান্তি, শক্তির ফল প্রাপ্ত করিয়ে দেবে।

স্লোগান:- ঈশ্বরীয় শিক্ষার্থীর স্বরূপ সর্বদা স্মৃতিতে থাকলে মায়া আসতে পারবে না ।